জেদ্দা নগরীর মুফতীগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফতুয়া দিয়েছেন। তাঁদের কয়েক জনের মতামত

(১) আল্লামা মুফতী আলী বিন বা- ছিরীন (রাহঃ) বলেন ঃ

আল্লাহ্ রাববুল আলামীন আমাকে সঠিক জবাব দান করার তাওফিক এনায়েত করুন। জেনে রাখুন যে, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বিবরণ আলোচনা করা, তাঁর মুজিযা বা অলৌকিক কার্যকলাপ ও ঘটনা সমুহ বর্ণনা করা,তাঁর ও তাঁর পরিবার বর্গের প্রশংসা বর্ণনা করা, তাঁর জীবন চরিত্র বর্ণনা করা, এবং তা শ্রবণ করার জন্য বর্ণনাস্থলে লোকদের উপস্থিত হওয়া নিঃসন্দেহে সুন্নাত। অর্থাৎ- মিলাদ মাহফিল সুন্নাত।

www.sunnibarta.com

হযরত হাসসান বিন সাবেত (রাঃ)- যিনি প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, তিনি মসজিদে নববীতে এক বিশেষ মিম্বারে দাঁড়িয়ে হুজুর নবীপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লামের প্রশংসা এবং গৌরব গাথা কবিতার মাধ্যমে পাঠ করতেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম উহা শ্রবণ করতেন। হুজুর পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিস সালাম ঐ কবি ছাহাবীর জন্য দোয়া করতেন। মিলাদ সম্পর্কিত প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মহানবী আলাইহিস সালামের জন্ম উৎসব উদ্‌যাপন করা শরীয়ত মোতাবেক বিদয়াতে হাসানাহ্- অর্থাৎ মুস্তাহাব। কেবল মাত্র কপট, ভন্ড, এবং মহানবী আলাইহিস সালামের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন লোক ছাড়া অন্য কেউই ইহা অস্বীকার করতে পারেনা। উহা অস্বীকার করা কিরূপে জায়েয ও বৈধ হতে পারে- যখন আল্লাহ তায়ালা এরূপ এরশাদ করেছেন- যথাঃ "যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে- তাদের এ সম্মান প্রদর্শন নিশ্চয়ই আন্তরিক খোদা ভীতির শামিল"। আল্লাহ তায়ালার সর্ব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো- মহানবী হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং হুজুরের সম্মান করা নিঃসন্দেহে অন্তরের পবিত্রতার পরিচায়ক- *(মুফতী আলী বিন বা-ছিরীন, জেদ্দা)*

(২) হযরত মুফতী আববাস বিন জাফর বিন সিদ্দীক হানাফী (রাহঃ) বলেনঃ

হযরত আলী বিন্ আহমদ বা-ছিরীন মিলাদ সম্পর্কিত মাসআলায় যা বলেছেন বা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন- তা সম্পুর্ণ সত্য ও সঠিক। কোন বাতুল লোক ব্যতিত কেউই উহার বিরোধীতা করতে পারেনা। ঐ কাজগুলোর উদ্দেশ্য হলো- নবীপাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আল্লাহ্ রাববুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর পবিত্র জিয়ারত হতে বঞ্চিত না করুন এবং পরকালে তাঁর মহান শাফায়াত হতে নিরাশ না করুন। যে ব্যক্তি উক্ত কাজগুলোকে অস্বীকার করলো- সে নিশ্চয়ই মহানবীর জিয়ারত ও শাফায়াত হতে বঞ্চিত হলো। *(মুফতী আববাস বিন জাফর)*

www.sunnibarta.com

(৩) আল্লামা মুফতী আহমাদ ফাত্তাহ্ (রাহঃ) বলেনঃ

জেনে রাখুন যে, হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা, তাঁর মুজিযা সমুহ বর্ণনা করা এবং শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে ঐ বর্ণনার মাহফিলে শরীক হওয়া নিঃসন্দেহে সুন্নাত। কিন্তু প্রশ্নে উল্লেখিত কাজগুলি দ্বারা বিশেষ আনুষ্ঠানিক রীতিতে মহানবী ছাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্মোৎসবের আয়োজন করা- যেমন মক্কা ও মদিনা শরীফে- এমনকি সমস্ত আরব দেশগুলোতে তা উদযাপিত হয়ে থাকে- তা পরবর্তীকালে প্রচলনের কারনে বিদয়াতে হাসানাহ্ (মুস্তাহাব)। এ মহৎ কাজের উদ্যোক্তা ও অংশ গ্রহণকারীগণ নিঃসন্দেহে ছাওয়াবের অধিকারী হবেন। আর উহার অস্বীকারকারী ও বাধা দানকারীগণ শাস্তি ভোগ করবে। *(মুফতী আহ্মদ ফাত্তাহ জেদ্দা)।*

(৪) আল্লামা মুফতী সুলাইমান (রাহঃ) বলেন ঃ

মিলাদ আলোচনা বা বর্ণনা করা এবং তা শ্রবণ করা প্রকৃতই সুন্নাত এবং প্রশ্নে উল্লেখিত রীতিতে অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকতার সাথে মাহ্ফিলে মিলাদ উদ্যাপন করা বিদয়াতে হাসানাহ্ (মুস্তাহাব)। উহা একটি অত্যন্ত ফজীলতপূর্ণ কাজ এবং আল্লাহু তায়ালার নিকট বিশেষ পছন্দনীয় আমল। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদীঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত- "যে কাজ মুসলমানগণ পছন্দ করেন, আল্লাহ তায়ালার নিকটও তা পছন্দনীয়"।

প্রাচীন কালের মুসলমানদের যুগ থেকেই হাল যামানা পর্যন্ত শরীয়তপন্থী ও মারেফাতপন্থী সকল লোকই মাহ্ফিলে মিলাদ উদ্যাপন করাকে একটি নিখুত ও উত্তম কাজ বলে মতামত প্রকাশ করে আসছেন। নেক ও উত্তম কাজে বাধা দানকারী লোকগণ ব্যতিত অন্য কোন লোক এ পবিত্র কাজটির বিরোধীতা করতে পারেনা এবং উহা হতে লোকদেরকে বিরতও রাখতে পারেনা। বস্তুতঃ মাহফিলে মিলাদ অস্বীকার করা ও তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা একটি শয়তানী কাজের শামিল। *(মুফতী মুহাম্মদ সুলাইমান, জেদ্দা)*

www.sunnibarta.com

(৫) হযরত মুফতী মুহাম্মদ ছালেহ্ (রাহঃ) বলেনঃ

মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিলাদ শরীফ- অর্থাৎ জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা বিষয়ে প্রশ্নে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা মুস্তাহাব এবং খাটি- কোন রূপ ভ্রান্তি নয়। কেননা, হুজুরেপাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- "আমার উম্মতগণ ভ্রষ্টতা বা না- হকের উপর সর্ব সম্মতভাবে একমত হতে পারে না"।

বস্তুতঃ আরব, আজম, (যথা মিশর, সিরিয়া, রুম, স্পেন) প্রভৃতি ইসলামিক দেশগুলির সকল উম্মতে মুহাম্মাদী (দঃ) উক্তরূপ মিলাদ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করার বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতার উপর ঐক্যমত্য পোষনকারী। *(মুফতী মুহাম্মাদ ছালেহ্, জেদ্দা)।*

(৬) হযরত আহ্‌মদ আজমল বিন ওসমান (রাহঃ) বলেন ঃ

মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিলাদ শরীফ- অর্থাৎ জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করা ও উহা শ্রবণ করা অবশ্যই সুন্নাত। আর প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উহাতে শামিল থাকা বিদয়াতে হাসানাহ্ (মুস্তাহাব)। এরূপ রীতিনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলাদ মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হওয়ার রেওয়াজ নিঃসন্দেহে আরব দেশ সমুহে প্রচলিত রয়েছে। *(মুফতী আহ্‌মদ আজমল আহ্‌মদ বিন ওসমান, জেদ্দা)*

(৭) হযরত মুফতী আবদুর রহীম বিন মুহাম্মদ জুরাইদী মুহাম্মদ ছদকাহ্ (রাহঃ) বলেন ঃ

মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত সংক্রান্ত প্রশ্নে উল্লেখিত কাজগুলি সহযোগে উহা বর্ণনা করা ও আলোচনা করা এবং তা শ্রবণ করা বিদয়াতে হাসানাহ্ (মুস্তাহাব)। উহা আলোচনাকারী ও শ্রবণকারী- উভয়েই অশেষ ছাওয়াবের ভাগী হবে। পক্ষান্তরে উহার বিরুদ্ধাচারনকারী ও উহাতে বাধা প্রদানকারী গুনাহ্‌গার

www.sunnibarta.com

হবে। এ প্রসংগে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম উপরে যে অভিমত সমুহ প্রকাশ করেছেন- তা ঠিকই করেছেন। *(আবদুর রহীম বিন মুহাম্মদ জুরাইদী মুহাম্মদ ছদকাহ্, জেদ্দা)*

(৮) হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন মুকাররায় (রাহঃ) বলেনঃ

বিজ্ঞ আলেমেরা কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, বিদয়াতপন্থি (বাতিল) লোক ব্যতিত কেহই মিলাদ শরীফের আমলকে অস্বীকার করতে পারে না। অতএব শরীয়তের বিচারকের পক্ষে এরূপ বিদয়াতীকে শাস্তি প্রদান করা উচিৎ। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী- *(ইয়াহ্ইয়া বিন মুকাররায়, জেদ্দা)।*

(৯) হযরত আলী বিন আবদুল্লাহ (রাহঃ) বলেনঃ

এব্যপারে বিদয়াতপন্থি (বাতিল) লোক ব্যতিত অন্য কেহই এতটুকু মাত্র সন্দেহ পোষন করতে পারেনা। সেই বিদয়াতপন্থিকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করা একান্ত কর্তব্য *(আলী বিন আবদুল্লাহ্, জেদ্দা)।*

এভাবে বিশ্ব বরেণ্য ওলামা, মুফতী মুজতাহিদ ও ইমামগণ মিলাদ ও কিয়ামের পক্ষে ফতুয়া দিয়েছেন। কলেবর বৃদ্ধির কারনে সকলের মন্তব্য লিখা সম্ভব হলোনা।

উল্লেখিত বিশ্ব বরেণ্য ইমাম মুজতাহিদগণের ফতুয়া মোতাবেক পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হলো যে, মিলাদ ও কিয়াম ইজমার (সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি মহৎ কাজ এবং আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্টি এবং রেজামন্দি হাসিলের জন্য এক উত্তম ব্যবস্থা।

সার সংক্ষেপ ঃ মক্কা, মদিনা ও জিদ্দার উক্ত ইমাম মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও ফতুয়া মোতাবেক যারা মিলাদ কিয়ামের বিরোধিতা করে- তারা কপট, ভন্ড, বিদয়াতী, নবী বিদ্বেষী এবং নবীর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং তাদের সাথে ভালবাসা রাখা, তাদেরকে সালাম করা, সম্মান করা, তাদের পিছনে নামাজ পড়া কতটুকু ন্যায়সংগত, ঈমানের জন্য ফল দায়ক না ক্ষতি কারক- তা আপনারাই

www.sunnibarta.com

বিচার করুন। হাদীসে তাদের সাথে উঠাবসা, বিবাহ শাদী, নামাজ কালাম- ইত্যাদি সম্পর্ক স্থাপন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(সূত্র ঃ মিলাদ শরীফ ঃ ফতুয়ায়ে জাদদাহ্ ৭৭ পৃঃ, ফতুয়ায়ে আরব শরীফ, মিলাদে মুস্তফা ইত্যাদি)।